ISSN (ELECTRONIC): 2945-3135

Dipankar Barman (2026). *বৈদিক সংহিতা ও বিশ্ব ঐকতানতার সুর* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews 5(3), 96-104.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & REVIEWS

journal homepage: www.ijmrr.online/index.php/home

বৈদিক সংহিতা ও বিশ্ব ঐকতানতার সুর

Dipankar Barman

Research Scholar, Department of Sanskrit, Sidho-Kanho-Birsha University, India.

Corresponding Author: bdipankar939@gmail.com

How to Cite the Article: Dipankar Barman (2026). *বৈদিক সংহিতা ও বিশ্ব ঐকতানতার সুর* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews 5(3), 96-104.

https://doi.org/10.56815/ijmrr.v5i3.2026.96-104

Keywords	*Abstract*
বেদ, সংস্কৃতি, আর্য, পুরুষার্থ, হিরণ্যগর্ভ, আত্মা, বিশ্ববন্ধুত্ব, ঐকতানতা।	**সংক্ষিপ্তসার:** বেদ ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও সংস্কারের কেন্দ্রবিন্দু ও অখিল ধর্মের আধারের মুলভিত্তি। যার মাধ্যমে প্রতিধ্বনিত **"বসুধৈব কুটুম্বকম্"** যা সমগ্র বিশ্বচরাচর জীবজগৎকে একটি পরিবার প্রদান করে। এই শাস্ত্রটি সমগ্রতার মধ্যে একাত্মতা, সৎ হতে সত্যের অনুসন্ধান ও দার্শনিক ভিত্তির কেন্দ্রবিন্দু। এই জগতের সর্বপ্রকার সুখ ও দুঃখের প্রতিচ্ছবি ব্যক্তির জীবনে চিত্র বা সংস্কার রেখে যায়। এই চিত্র বা সংস্কারই ব্যক্তির চরিত্র। তেমনি বৈদিক সংস্কারের ভিত্তিতে আর্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত। ধর্মের গোড়ামি ও কুসংস্কারের স্পর্শ থেকে মুক্ত আর্যসংস্কৃতি। সামাজিক ও মানবিক কল্যানের সার্বভৌম জ্ঞানের অমৃত বাণী, বিশ্বের ঐকতানতার সুরের গীতি **"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্"**[i] ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। সমগ্র বিশ্বজগৎ এই বিষয়ে অবগত যে অতি প্রাচীনকালের মিশরীয়, সুমেরীয় ও মায়াসংস্কৃতির অবক্ষয়ের অনর্থের কারণ অসাম্য ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা। রোমান ধর্মের উত্থানে অন্যধর্মের পতন নিশ্চিত করে[ii]। কিন্তু আর্যধর্মে এই ধ্বংসের বিপরীত উপনিষদের ত্যাগের ভাবনার বিকশিত বাণী- **"মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্"**[iii]। অর্থাৎ কোনরূপ ধনের আশা না রেখে ত্যাগের দ্বারা ভোগ সাধন করো। বর্তমানে বহির্বিশ্বের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে দেখাযায় ধর্মে ধর্মে হানাহানি ও দখলমূলক প্রবৃত্তি। যার স্থান ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে বিরল। এই অর্থেই সর্বত্র শীর্ষস্থান অধিকার ও সর্বজন স্বীকৃত হয়েছে আর্যধর্ম। সুপ্রাচীন কালের বৈদিক সমাজের সংস্কার

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

Dipankar Barman (2026). *বৈদিক সংহিতা ও বিশ্ব ঐকতানতার সুর* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews 5(3), 96-104.

	ও সংস্কৃতি কি পারবে বিশ্বভ্রাতৃত্বের ঐক্যবদ্ধরূপ ঐক্যমঞ্চের বার্তা প্রেরণ করতে? বৈদিক ঋষির মুখনিসৃত সংজ্ঞানসূক্ত, পৃথিবীসূক্ত এগুলির মন্ত্ররাশি ঐকতানতার সুরে গীত একসাথে চলা একসাথে বলার ইশারা কি বিশ্বের সংযোগ সাধন ঘটাতে সক্ষম? সেই ঐকতানতার উদ্দেশ্য চরিতার্থে বিশ্বের দরবারে বৈদিক সংস্কৃতি ও ভারতীয় ঋষির কণ্ঠধ্বনি- **"কেবলাঘো ভবতি কেবলাদি"** [iv] এই সহমর্মিতা আত্মতৃপ্তির ঊর্ধে মানবকল্যাণের বার্তা প্রেরণে সক্ষম। যা বিশ্বের সকল ধর্মাবলম্বির কাছে শ্রেয় অর্থে গৃহিত হয়েছে। এই মর্মে শাস্ত্রের গৌরবে পুনরায় ভারতবর্ষ বিশ্বগুরুর সর্বচ্চ আসনে আসিন হয়ে রবে।

"সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগভবেৎ।।"
(বৃহঃ উপঃ- ১/৪/১৪)

বৈদিক ঋষিকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত, সমগ্র বিশ্বসংসারে দুঃখ নিবারণের বার্তার বাহক ও ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতির আকর গ্রন্থ হলো বেদ। যার উপর ভিত্তি করে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। এই বিশ্বচরাচর সকল প্রাণীকূল যে শৃঙ্খলায় সহজাত প্রবৃত্তি মেনে জীবনকে যাপন করছে, ধর্ম তার স্বাভাবিক অবস্থান প্রদান করে। যা জীবকূলকে ধারণ করতে শেখায় নৈতিকতা ও মানবীয় মূল্যবোধ। ধর্মের দশটি লক্ষণে সেই বিষয়টি স্মৃতিশাস্ত্রে স্পষ্টতই বিবেচিত হয়েছে।[v] ধর্মের এই লক্ষণের ব্যাবহারিক সংস্কৃতি আমাদের শেখায়- **"মাতৃদেব ভব পিতৃ দেব ভব, আচার্য দেব ভব, অতিথি দেব ভব"** এই সংস্কারগুলি। সমগ্র বিশ্বজগৎ একটি পরিবার যার বাণীতেই ঘোষিত হয়েছে- **"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্"**। বেদ প্রতিষ্ঠিত মার্গকে অবলম্বন করে যে আর্যসংস্কৃতির এত গৌরব ও সমৃদ্ধি তা কেবল বেদপ্রতিষ্ঠিত ধর্মের দ্বারাই সম্ভব। কারণ **"বেদোঽখিলো ধর্মমূলম্"** যা আর্যদের ধর্মের সকল প্রমাণের মূলপ্রমাণ সরূপ। তাইতো এই বিশ্বের সকলধর্মের আধার হিসাবে বেদকে বলা হয়েছে- **"সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ"**। আর্যধর্মের গণ্ডী পেরিয়ে বেদ বিশ্ববন্ধুত্বের ভাবনায় নিজেকে উৎসর্গ করে শান্তির বাণী অনায়াসে ছড়িয়ে দেয়-

"অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদার চরিতানাং তু বসুধৈবকুটুম্বকম্।।"[vi]

বিশ্বের অন্যান্য সকলদেশের মানুষের কাছে নিজ জন্মস্থান হতে পারে নিজ মাতৃভূমি কিন্তু, ভারতবর্ষের মাতৃভূমি মানবতার ভূমি। সার্বভৌমত্যের প্রতীক। এখানে ঐক্যের বন্ধনে ঐকতানতার সুরে গীত হয় ঋষির নির্দেশমূলক বাক্য- **"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্"**[vii]। একই সাথে সমগ্র জগৎকে একসাথে নিয়ে চলার সাথে সাথে

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

Dipankar Barman (2026). *বৈদিক সংহিতা ও বিশ্ব ঐকতানতার সুর* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews 5(3), 96-104.

শান্তির বাণী বিশ্বের দরবারে ছড়িয়ে দিয়েছে- **"দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বেদেবা শান্তিঃ ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্ব শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি।।"**[viii]

বৈদিক শাস্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আর্যধর্মের সংস্কারই পেরেছে বিশ্বের সকল ধর্মকে নিজের মধ্যে প্রবিষ্ঠ করতে। ধর্মের হিংসা, নিন্দা, উচ্চ, নিচ জাতিভেদ প্রতিটি সমাজেই ছিল বর্তমানেও উপলব্ধ রয়েছে। সমাজব্যবস্থায় ধনি ও দরিদ্রের পার্থক্যও তৈরি হয়েছে। এই সত্ত্বেও শুধু নিজ আত্মতৃপ্তির আখের না গুছিয়ে স্বাধীন ভাবে একসাথে চলার সংকল্পের বার্তাও বেদে সবর্ত্র দৃষ্ট হয়েছে। উপনিষদে ধ্বনিত হয়েছে ত্যাগের দ্বারা ভোগ সাধন ও কারো ধনের আশা না করে সন্তুষ্টিতে থাকা- **"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্"**[ix]। যে শাস্ত্রে মাতা ভূমি ও পুত্র পৃথিবীর আসন পেয়েছে সেখানে এই বসুধা একটি পরিবার। আবার অন্যভাবে বলা যেতে পারে পরিবারের শান্তি ও সৌহার্দ থেকেই সমাজের শান্তি ব্যাপ্ত হয়। যদি পরিবারে কোন প্রকারের ক্লেশ, হিংসা, বিপরীত মনোভাব উৎপন্ন না হয় তবেই শান্তির সাম্রাজ্য গড়ে উঠবে। বর্তমানে আজ বিশ্বের সর্বত্র দেখাযায় পরিবারতন্ত্র ভেঙ্গে পড়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দেখাযায় মাতা-পিতা-স্বামী-স্ত্রী-কন্যা ও পুত্রের মধ্যে অমানবিক আচরণের অস্বাভাবিক সম্পর্কের কথা। যা কিনা শহর হতে গ্রামাঞ্চলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। কিন্তু এই অমানবিক বৃত্তির প্রতিবাদে সাংমনস্য সূক্তে ঋষিরা পূর্বেই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। সেখানে বলেছেন পিতার অনুকূলকর্ম পুত্র যেন আচরণ করেন, ভাই যেন ভাই এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করে, বোন ও তাই করেন। উভয়ের সহৃদয়তা যেন বজায় থাকে। তাইতো মন্ত্রে বলা হয়েছে-

"সহৃদয়ং সামনস্যমবিদ্বেষ কৃণোমি বঃ।
অন্যো অন্যমভিহর্যতং বৎসং জাতমিবাহ্ন্যা।।
অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো মাত্রা ভবতু সংমনাঃ।
জায়া পত্যে মধুমতীং বাচং বদতু শান্তিবাম্।।
মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্মা স্বসারমুত স্বসা।
সম্যঞ্চ স-ব্রতা ভূত্বা বাচাং বদত ভদ্রয়া।।"[x]

বেদ অধ্যেতা ঋষি শিষ্যগণের উদ্দেশ্যে সর্বদাই- **"সত্যং বদ। ধর্মং চর"**[xi] এর উপদেশ দিয়েছেন। এর মধ্যদিয়ে গুরু-শিষ্যের সৌহার্দ পূর্ণ কর্তব্যে জীবনযাপনের সঠিক মার্গ চিহ্নিত হয়। ঠিক তেমনি মধুর ভাষণের দ্বারা সবাইকে আপন করে রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধিত হয়। যথা-

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

Dipankar Barman (2026). *বৈদিক সংহিতা ও বিশ্ব ঐকতানতার সুর* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews 5(3), 96-104.

"যদ্ বদামি মধুমৎ তৎ বদামি। যদীক্ষে তদ্ বনন্তি মা।।"[xii]

ভারতবর্ষের বৈদিক সংস্কৃতি এমন সংস্কৃতি যা বিশ্বের সকল মানুষকে সঠিক অর্থে মনুষ্যত্ব প্রদান করে। যে উচ্চস্তরের ভাবনায় ব্যাক্তি নিজের মধ্যেই আনন্দের উল্লাসে অন্তস্থিতি লাভ করতে পারে। যার মাধ্যমে সুখ শান্তিতে পরিপূর্ণ জীবনের রসাস্বাদ নিতে পারে। যা বিপুল জ্ঞানের সঞ্চিত ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ তাই বৈদিক শাস্ত্র। শাস্ত্র নির্ধারিত আন্তরিকতা, উদারতা, সেবা, স্নেহের ভাবনা, সহিষ্ণুতা ও আদর্শবাদীতা ব্যাক্তির সাময়িক জীবনেও আদর্শ মহাপুরুষের রূপপ্রদান করতে সক্ষম। এই ধারাই ভারতীয় সংস্কৃতির মূলাধার। যা কোন জাতিভেদ, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ পরিধি হতে মুক্ত। মান্যতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির রচনা বা একটি শাস্ত্রগ্রন্থের উপরেও দাড়িয়ে নেই এই সংস্কৃতি। সমগ্র বিশ্বের সকলের মঙ্গলের বার্তা যে রয়েছে, তাই শাশ্বত জ্ঞানের আকারে নিসঙ্কোচে গৃহিত হয়েছে। যজুর্বেদ সংহিতায় একটি মন্ত্রের সতত প্রমাণে বলা হয়েছে- **"সা প্রথমা সংস্কৃতি বিশ্ববারা"**। অর্থাৎ এটাই প্রথম সংস্কৃতি যা বিশ্বব্যাপী ব্যাপ্ত। বিশ্ববারা পদের ভাবার্থ সেই নীতি যা সমস্ত বিশ্বজগৎ সাদরে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য চরিতার্থে তৈত্তিরীয় উপনিষদে শিক্ষাবল্লী'তে উদ্ধৃত সেই শান্তি মন্ত্র- **"ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ, তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ, ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।"** এই মন্ত্রের দ্বারা বসুন্ধরাতে মানব জীবন শান্তি ও সামর্থে পরিপূর্ণ হোক, এই কামনাই করা হয়েছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণিত- **"অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মা অমৃতমগময়"** মন্ত্রের দ্বারা সম্পূর্ণ জীবকেই সুখময় বানানোর শিক্ষা দিয়েছে। অথর্ববেদ আরও একধাপ এগিয়ে দৈনন্দিন জীবন যাপনের মধ্যে নিবির ঘনিষ্ঠতার বাণী প্রচার করেছেন ঋষিরা। আমরা যাতে খাদ্য ও পানীয় একত্রে ও একভাবে সেবন করতে পারি তাঁরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়েছে। বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে সূক্ষতার এই ভোগসাম্যবাদের নিষ্কম্প সেই উচ্চারণে আমরা স্তম্ভিত- **"সমানী প্র প্রা সহ বোঽন্নভাগং সমানে যোক্ত্রে সহ বো যুনজ্মি"**[xiii]। পুরুষার্থ চতুষ্টয়ই ব্যাক্তির নিজ উন্নতির প্রথম সোপান। এই পুরুষার্থ চতুষ্ঠয়ের উপরেই সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের উন্নতি নির্ভরশীল যার দ্বারাই সম্পুর্ণ মনোরথের সকল কার্য সিদ্ধ হয়। এই চতুষ্ঠয়ের অধিকারি ব্যাক্তির সর্বদা সুখ সমৃদ্ধি বজায় থাকে। মন্ত্রে বলা হয়েছে- **"যঃ কর্মভিঃ মহদ্ভিঃ সুশ্রুতো ভূৎ"**[xiv]। বৈদিক ঐকতানতার সুরে সমগ্র মানবকুলে সুখ-শান্তি সর্বদা বজায় থাকুক এবং মানুষ নির্ভয়ে বসবাস করুক এই আশাই ঋষিমুখে ধ্বনিত হয়েছে-**"স্বস্তি নো অভয়ং চ নঃ"**[xv]। বিশ্বকল্যাণের জন্য সহৃদয়তা ও একাত্মতা খুবই জরুরি। বৈদিক সংস্কার সাধন ও পালনের মধ্যেই বিশ্বকল্যাণের বীজ লুকিয়ে আছে। ভূমিধারক তত্ত্বের পালন, সংরক্ষণ ও যথার্থ প্রয়োগ বিশ্বশান্তির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। স্পষ্টতই মন্ত্রে বলা হয়েছে- **"সত্যং বৃহদ্ ঋতমুগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তি।"**[xvi]

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

Dipankar Barman (2026). *বৈদিক সংহিতা ও বিশ্ব ঐকতানতার সুর* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews 5(3), 96-104.

যে সমাজ আসুরিক প্রবৃত্তি, অশ্লিল ভাষা, আহার-বিহার ও সচ্ছন্দ আচার ব্যাবহারে লিপ্ত, উদাসীন সেই সমাজে সুসংস্কার ও ধর্মের উন্নতি সাধনের চেষ্টা বৃথা। বস্তুত ভারতীয় সংস্কৃতির আচার ও বিচারধারার মধ্যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে। ধর্মের ভিত্তিতে পরিবার থেকে সমাজ ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি গড়ে উঠেছে। বৈদিক সমাজে এই উচ্চমনোভূমির অনুকূল পরিবেশ তৈরির সহায়ক হয়েছে। ঋষি প্রণীত আধ্যাত্মিক অতীন্দ্রিয় জ্ঞান রাশির আধার বেদ। এই শাস্ত্রের অন্তিমে বর্ণিত হয়েছে নিগূঢ় দার্শনিক মতের সার্বভৌমত্ব- **"একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"**। অর্থাৎ সত্য একটি নানা নামে অভিহিত হয় মাত্র। ঠিক তেমনি এই বিশ্বজগৎ মানবকূল একটি। দৃষ্টির সংকীর্ণতা ও মনুষ্য সমাজের নির্বুদ্ধিতার কারণেই দেশবিভাগ ইউরোপ, আমেরিকা, চীন- ইত্যাদি। কিন্তু বৈদিক সংস্কৃতি এগুলি থেকে শুদ্ধ ও মুক্তচিন্তার বাণীর সুরে ঐকতানতার গীতিগায়। সর্বদাই মানবকূলের কল্যাণের কথা ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়। তাই হয়তো **"সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ"**[xvii]- মন্ত্রে হৃদয় এক করে একসাধে চলার ভাবনায় বিশ্বের একাত্মতা বর্ণিত হয়েছে। ইতিহাসের পাতায় যুগ যুগ ধরে ধর্মের পৃষ্ঠভূমিতে আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, চীন, শক, হুন- ইত্যাদি দলে দলে মিলে মিশে এক দেহে লীন হয়েছে। তাইতো কবি রবীন্দ্রনাথ সুরের ঝঙ্কারে গাইলেন-

"হেথায় আর্য হেথায় অনার্য হেথায় দ্রাবিড় চীন-

শক হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।"[xviii]

প্রতিটি দেশের সংস্কৃতি নিজ নিজ রাষ্ট্রীয়তা বজায় রাখার অনুকূল নৈতিক ভাবাবেশে পরিপূর্ণ। সমাজের সমান আচার-বিচার ব্যাক্তির স্বাভাবিক মেলবন্ধন প্রেমের ঘনিষ্ঠতাকে তরাহ্নিত করে। যা ক্রমশ সংগঠিত ও গোষ্ঠিবদ্ধ হয়ে ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মতাদর্শে নিজেদের সংযুক্ত করে। কিন্তু ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতি বিশ্বের মিলনে এ-কথাই বলে, প্রারম্ভে এই সমাজ একসিদ্ধান্তে বিকশিত হয়েছিল। সৃষ্টির আদিতে হিরণ্যগর্ভ প্রথমে বিদ্যমান ছিল।[xix] তাঁরই সৃষ্টির মহিমায় সকল জগতের প্রাণীকূল শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ বৈদিক শাস্ত্রের আদিতে স্থিত একাত্মতার বাণী জগতের বর্তমান মানব সমাজকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয় ঐকতানতার সুর। এই জগৎ সংসারে অজস্র জাতি, বর্ণ, আকৃতি, রং, রূপ ও খাদ্যাভ্যাসের মানুষ রয়েছে। বিস্তৃত ভৌগোলিক পরিস্থির উপর ভিত্তিকরে একাধিক বিষয়ে ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও কিন্তু বেদশাস্ত্রে সকলের সৃষ্টিকর্তা এক স্বীকৃত হয়েছে। সামান্য সামাজিক দৃষ্টিতে এক পিতার চার সন্তান যেরূপে পরবর্তী চারটি পৃথক পরিবারের কর্তা হয়। ঠিক তেমনি বিশাল বিস্তৃর্ণ ভূ-ভাগে একাধিক দেশ হতে দেশান্তরের সৃষ্টি, যা বর্তমানে একটি নির্দিষ্ট পুরুষ থেকে সকলের উৎপত্তি স্বীকার করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু এই সত্য বৈদিক শাস্ত্রে আত্মতত্ত্বের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে খুব সুন্দরভাবে শ্বেতকেতু কে বলা হয়েছে- **"এতদ্ আত্মমিদং সর্বং, তৎসত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"**[xx]। সেখানে বিষয়টি আরও স্পষ্টকরে যে,

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

Dipankar Barman (2026). *বৈদিক সংহিতা ও বিশ্ব ঐকতানতার সুর* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews 5(3), 96-104.

সমুদ্রথেকে উৎপন্ন নদীর পূর্ব ও পশ্চিমে প্রবাহিত জলরাশি যেরূপে সমুদ্রে পথিত হয়ে সেই জলরাশির পৃথকিকরণ অসম্ভব ঠিক সেইরূপে সমগ্র জীবকূল সৎ ব্রহ্ম থেকে সৃষ্ট হলেও অজ্ঞাত। এই রূপে উপনিষদে একাধিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সমগ্র জীবকূলের ঐকতানতা উল্লিখিত হয়েছে।

নারী শক্তি ও বৈদিক ঐকতানতা-

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রবিন্দু- ভাব ও সমবেদনা। এই গুণ প্রাচুর্যে দেব সংস্কৃতিতে জগতের নারীশক্তি আদিশক্তি মহামায়া রূপে বিকাশক্রম সংঘটিত হয়েছে। এই বিশ্বজগতে প্রাণীর অস্তিত্ব টিকে রয়েছে মাতৃশক্তির দয়ায়। বৈদিককালে নারীর মর্যাদা ছিল সর্বোচ্চ। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি একথাই বলে যে সমাজে নারী পিছিয়ে রয়েছে তাঁর সমৃদ্ধি অসম্ভব। একটি বৃত্তের পরিধি চারদিকে গোলাকৃতিতে থাকলেও তার কেন্দ্রে যেমন একটি বিন্দু থাকে ঠিক তেমনি নারীও সেই বিন্দু যার পরিধিতে সমাজের জীবকূল আচ্ছাদিত। কেন্দ্র ব্যাতীত বৃত্ত যেমন অপরিকল্পনীয় তেমনই নারীছাড়া সমাজ একটি অলীক পরিকল্পনা। বিশ্বের একাত্মতার জন্য নারীরও সম-মর্যাদা প্রদান ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বকে বাহবা প্রদান করে। ঋগ্বেদে (৬.৭৫.৫) স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়েছে, সে পুরুষ ধন্য যার একাধিক কন্যা সন্তান রয়েছে। নারী-পুরুষকে কেবল লিঙ্গের ভিত্তিতে বিভাজন না করে এক আত্মার দৃষ্টিপ্রদানে সক্ষম আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি।[xxi] সমাজকে এগোতে হলে অবশ্যই তা হবে একসাথে চলার মাধ্যমে। বিশ্বে আজ সর্বত্রই স্বাধীনতার মর্ম্মে কামনা, বাসনা ও ইচ্ছার পরিতৃপ্তিতে বিবাহ বন্ধনকেও ছিন্নকরে অনায়াসে। আইন করে পৃথকের নীতিতে পাশ্চাত্যে বিবাহ বিচ্ছেদ কতটা শান্তির হয় তা জানা নেই, কিন্তু বিবাহকে যদি একটি সংস্কার হিসাবে ধরা হয় তবে এরূপ অশান্তি নিবারণের প্রয়োজন ঘটেনা। এই হল ভারতীয় সংস্কৃতির সংস্কার যা পতি পত্নির মধ্যে সপ্তপদী গমনের মাধ্যমে একাত্মতাকে ধরে রাখে। যার দ্বারাই সম্পর্ক দৃঢ় হয়। এই সংস্কৃতিতে নারীরা অবলা নয় বরং তারাই স্ত্রী, মাতা ও বীর সন্তানের ধারণকারী এবং একই ঐশ্বর্যবান পরমাত্মাকে ধারণ করে ও বায়ুর সমান শক্তি সম্পন্না তারাই হয়।[xxii] বৈদিক ঐকতানতার সুরে তাইতো গীত হয়েছে- **"মাতা ভূমিঃ পুত্রোঽহম্ পৃথিব্যাঃ"**[xxiii]। মা হীন সন্তান যেমন স্নেহের আদর হতে বঞ্চিত হয়, ঠিক সেইরূপ কোন ভাবেই এই পৃথিবীর বুকে নারী-পুরুষের ঐকতানতা না থাকলে একাত্মতা ভাবাই সম্ভব নয়। বৈদিক সংহিতায় তাইতো জগৎ সংসারে সমস্ত জীবকূলকে একসাথে বাচার, একসাথে চলার কথাই বারবার ধ্বনিত হয়েছে বিভিন্ন সূক্তে। যেখানে নারী-পুরুষের ভেদান্তর একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

Dipankar Barman (2026). *বৈদিক সংহিতা ও বিশ্ব ঐকতানতার সুর* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews 5(3), 96-104.

উপসংহার-

কোন একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমহিমায় মহান এই কথাটি বলা হয়তো নিজ সংস্কৃতির মহানতাকেই দেখান হবে যা পক্ষপাত দোষের কারণে ভ্রান্ত পথে চালিত হতে পারে। নিজেকেই নিজ সংস্কৃতির উর্দ্ধে মুক্তচিন্তা পোষণ করা ততটা সহজনয় যতটা অন্য সংস্কৃতীর সমালোচনা করা। পাশ্চাত্যের ভাবধারার সঙ্গে সার্বিকভাবে কোন সংস্কৃতির সামান্য কিছু মিল থাকলেও এটি প্রকাশ করেনা যে সাদৃশ্যতার কারণে সবই এক। কিন্তু এই চিন্তার উর্দ্ধে মতপোষণ করে ভারতীয় সংস্কৃতি ন্যায় ও নৈতিকতার মূল্যবোধের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের দরবারে ঐকতানতার বীজ সূপ্রাচীন কালেই বপন করেছেন। যে বৈদিক শাস্ত্রকে কেন্দ্রকরে জীবনসম্বন্ধে গভীরতর চিন্তা ও প্রেরণার সূত্রপাত তা কেবল বাহ্যকলেবর নয় তার মাত্রা ভিন্ন। যে কোনো ভাবেই যে কোনো কার্যশক্তিতে আত্মার চিন্তন ও সর্বত্র দর্শনের মধ্যেই ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা। বাহ্যজগতের সুখানুভূতি যেরূপেই প্রতিভাত হোকনা কেন, তা যে কোনভাবেই পরিপূর্ণতা দান করতে পারেনা- একথা অতি প্রাচীন কাল থেকেই বৈদিক ঋষিরা অনুভব করেছিলেন। একারণেই তাঁরা ভোগের উপাদান সমূহের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে, মনকে সম্পূর্ণ কামনাবাসনা থেকে মূক্তকরার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে। তারই ফলসরূপ বৈদিক ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত আত্মার সর্বব্যাপিত্বে মানবকল্যাণের সঙ্গে একসাথে পথ চলার ঈঙ্গিত বিশ্বের ঐকতানতাকে সুদৃঢ় করে। এই বিশ্বজগতের সকল কিছুর মধ্যেই সেই এক অদ্বিতীয় শাশ্বত চৈতন্যই বিদ্যমান। এরূপ আত্মোপলব্ধিতে একই আত্মার সর্বব্যাপিত্ব হেতু বিশ্বচরাচর সকল জীবকূলের একাত্মতাকে তরাহ্নিত করে। শুধু বাহ্যিক মেলবন্ধনকে উপেক্ষাকরে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ হৃদয়গুহার অভ্যন্তরে স্থিত আত্মার ঐকতানতাকে প্রাধান্য দেয় বৈদিক সংস্কৃতি।

1. AUTHOR(S) CONTRIBUTION

The writers affirm that they have no connections to, or engagement with, any group or body That provides financial or non-financial assistance for the topics or resources covered in this Manuscript.

2. CONFLICTS OF INTEREST

The authors declared no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, And/or publication of this article.

3. PLAGIARISM POLICY

All authors declare that any kind of violation of plagiarism, copyright and ethical matters will Take care by all authors. Journal and editors are not liable for aforesaid matters.

4. SOURCES OF FUNDING

The authors received no financial aid to support for the research.

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

ISSN (ELECTRONIC): 2945-3135

Dipankar Barman (2026). *বৈদিক সংহিতা ও বিশ্ব ঐকতানতার সুর* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews 5(3), 96-104.

[i] শুক্লযজুর্বেদ- ৩২/৮.

[ii] **''The Theodosian decrees of the late fourth century effectively outlawed pagan worship, leading to the closure of Egypt's last great temples, including Philae and Karnak.''** - Bagnall, Roger S. (1993). Egypt in Late Antiquity. Princeton University Press.

[iii] ইশোপনিষদ্- ১

[iv] ঋগ্বেদ- ১০/১১/৭৬

[v] মনুস্মৃতি- ৬/৯২

[vi] হিতোপদেশ (কথামুখ)

[vii] ঋগ্বেদ সংজ্ঞানসূক্ত- ১০/১৯১/২

[viii] শুক্লযজুর্বেদ- ৩৬/১৭

[ix] ঈশোপনিষদ্- ১

[x] অথর্ববেদ- ৩/৩০/১-৩

[xi] তৈত্তিরীয় উপনিষদ্- ১/১১/১

[xii] অথর্ববেদ- ১২/০১/৫২

[xiii] অথর্ববেদ- ৩/৩০/৬

[xiv] ঋগ্বেদ- ৩/৩৬/১

[xv] অথর্ববেদ- ১১/২/৩১

[xvi] অথর্ববেদ- ১২/১/১

[xvii] ঋগ্বেদ- ১০/১৯১/৪

[xviii] গীতাঞ্জলি, কবিতা- ১০৬

[xix] ঋগ্বেদ- ১০/১২১/১

[xx] ছান্দোগ্যোপনিষদ্- ৬.৯.৪

[xxi] মনুসংহিতা-৯/১৩০

[xxii] ঋগ্বেদ- ১০/৮৬/৯

[xxiii] অথর্ববেদ- ১২/১/১২

গ্রন্থপঞ্জী:-

1. Datta, Bhagvad. *Vedic Vangmay ka Itihas.* Punjab: D.C. Narang at the Hindi Bhawan Press, Anarkali, Lahore, 1935. Hindi.
2. অধিকারী, তারকনাথ; ভট্টাচার্য, ভবানীপ্রসাদ. *বৈদিক সংকলন.* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০১.
3. স্বামী গম্ভীরানন্দ. *উপনিষদ গ্রন্থাবলী.* কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৬২.
4. দ্বিবেদী, কপিলদেব. *বৈদিক সাহিত্য এবং সংস্কৃতি.* বারাণসী: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, ২০০০, হিন্দি,
5. বসু, যোগীরাজ. *বেদের পরিচয়.* কলকাতা: ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭০. বাংলা,

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

Dipankar Barman (2026). *বৈদিক সংহিতা ও বিশ্ব ঐকতানতার সুর* International Journal of Multidisciplinary Research & Reviews 5(3), 96-104.

6. মহর্ষি মনু. *মনুসংহিতা.* সম্পা. গুরুচরণ দাস. কোলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৮.
7. রাধাকৃষ্ণাণ, সর্বেপল্লী, *ধর্ম ও সমাজ.* অনুবাদ. শ্রীশুভেন্দুকুমার মিত্র. কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৪২, বাংলা,
8. গোয়েল, প্রীতি প্রভা. *ভারতীয় সংস্কৃতি.* জোধপুর: রাজস্থানী গ্রন্থাগার, ২০১৯.
9. স্বামী বিবেকানন্দ. *বাণী ও রচনা (১ম খণ্ড),* কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৬৭ বং,

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License